দৈনিক বাংলা

143

তারিখ ... ২৭।১০।৭৪ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 6. ...

মাধ্যমিক শিক্ষার তিনটি স্তর করার সুপারিশ

বর্তমানে যেসব ক্যাডেট কলেজ ও আবাসিক মডেল স্কুল রয়েছে, জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ (এনইএসি) সেগুলোকে সাধারণ উচ্চ-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে রূপান্তরিত করার সুপারিশ করেছে।

এনা পরিবেশিত এ খবরে বলা হয়, অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতির সংশোধিত প্রাথমিক খসড়ায় এই সুপারিশ করা হয়েছে। এনইএসি বর্তমানে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্যে এই অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে।

শনিবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনে এনইএসি চতুর্দশ অধিবেশনে মিলিত হয়। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতির খসড়াটিতে মন্তব্য করা হয়, ক্যাডেট কলেজ ও আবাসিক মডেল স্কুলগুলো বর্তমান সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে এগুলো বৈষম্য সৃষ্টির সহায়ক। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

খসড়ায় মাধ্যমিক শিক্ষার তিনটি স্তর করার সুপারিশ করা হয়: নিম্ন মাধ্যমিক (৩ বছর), মাধ্যমিক (২ বছর) এবং উচ্চ মাধ্যমিক (২ বছর)।

খসড়া অনুযায়ী, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর সাধারণ শিক্ষার সর্বশেষ স্তর হিসেবে পরিগণিত হবে। অবশ্য প্রত্যেকটি স্তরের শেষেই জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে ফাইন্যাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

খসড়ায় বলা হয়, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটি ক্রমান্বয়ে মাধ্যমিক স্কুলগুলোর সঙ্গে যুক্ত হবে। এতে

(শেষ পৃঃ ৬-এর ৪র্থ কঃ দ্রঃ)

সুপারিশ

(প্রথম পৃঃ পর)

আর্থিক অপচয় বন্ধ হবে, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষার মান উন্নত হবে।

খসড়ায় স্কুল ত্যাগের সময় ছাত্রকে স্কুল কর্তৃপক্ষের সাফল্য-সূচকপ্রশংসাপত্র প্রদানের সুপারিশ করা হয়।

এই খসড়া অনুযায়ী তিনটি স্তরের যেকোন একটির ফাইন্যাল পরীক্ষায় নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরীক্ষার্থীকে একটি পাস সার্টিফিকেট দেয়া হবে। তবে তাকে অবশ্যই পরবর্তী উচ্চ স্তরে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

খসড়ায় বলা হয়, যে কোন বয়সে স্কুলে ভর্তি হওয়া যাবে। এবং শিক্ষা জীবন বিরতিহীনভাবে চালানোর কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এমনকি, অনিয়মিত ছাত্ররাও নিয়মিত ছাত্রদের মতই বৃত্তি ভোগ করতে পারবে।

মাধ্যমিক স্তরে বাংলাই হবে শিক্ষাদানের মাধ্যম বলে খসড়ায় সুপারিশ করা হয়। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরাজী দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেয়া হবে। নবম শ্রেণী থেকে একটি তৃতীয় ভাষা শিক্ষার বিষয় চালু করা যেতে পারে।

খসড়ায় অবশ্য ইংরাজীর পাঠক্রম সহজ করার এবং এ বিষয়ে গ্রেস নম্বর দেয়ার ব্যবস্থা রদ করার সুপারিশ করা হয়।